113

ভোরের কাগজ

তারিখ 11 APR 1998
পৃষ্ঠা ৭০ কলাম ৪

৫ বছরে স্কুলে ভর্তির হার ১০ শতাংশ বাড়বে

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৫ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংকের ১৫ কোটি ডলার আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ একটি নতুন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করবে। প্রকল্পটি আগামী ৫ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৮৫ থেকে ৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারীদের হার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকারের লক্ষ্যমাত্রাকে সহায়তা করবে। এই প্রকল্পের ফলে স্কুলত্যাগী ও একই শ্রেণীতে বারবার থাকাদের সংখ্যাও কমবে। এটি শিক্ষা প্রশাসনের উন্নয়ন এবং নির্বাচিত দরিদ্র শহরে ও অবহেলিত গ্রামীণ জনপদে মেয়েদের স্কুলে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত শিক্ষা অনুদানকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহারে সহায়তা করবে।

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া শিক্ষাখাত ইউনিটের বিশেষজ্ঞ ও প্রকল্প নেতা অড্রে এরনঘ বলেছেন, '৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে এ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দারুণ অগ্রগতি সাধন করেছে। সম্প্রতি মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ করে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তিতে বাংলাদেশ দারুণ সাফল্য দেখালেও শিক্ষার মান এবং শিক্ষাগত অর্জন এখনো একটি সমস্যা। তিনি বলেন, স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি মানসম্মত শিক্ষিত কর্মশক্তি গড়ার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা নিয়েছে। বর্তমানে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সসীমার প্রায় ১৫ শতাংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না। প্রায় ৪০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই স্কুল ত্যাগ করে। স্কুলে যায় না এমন শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই শহর ও গ্রামের দরিদ্র অঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি গোষ্ঠীর। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া সকল ছাত্রছাত্রীই উপকৃত হবে। নতুন এই প্রকল্পের ফলে ২০০৩ সাল নাগাদ ৯৫ শতাংশ শিশু স্কুলে যাবে। ফলে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সসীমার ১ কোটি ৪২ লাখ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে— যা কর্মসূচিবিহীন অবস্থা থেকে প্রায় ১৫ লাখ বেশি।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের মোট ব্যয় আনুমানিক ২০০ কোটি ডলার। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আইডিএ) ১৫ কোটি ডলার সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করেছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ১০ কোটি ডলার, যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ ২ কোটি ৯৫ লাখ, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক ১ কোটি ৩ লাখ, জার্মানির কেএফডব্লিউ ৩ কোটি, নরওয়ে সরকার ৪ কোটি, ইউনিসেফ ১ কোটি ১০ লাখ এবং সুইডেন সরকার ২ কোটি ডলার দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ কর্মসূচিতে ৩৪ কোটি ৯ লাখ ডলার বরাদ্দ করেছে। বিজ্ঞপ্তি।